بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

ইফ্‌কের ঘটনার আলোকে মহানবী (সা.)-এর জীবচরিতের বিভিন্ন দিক

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৩০ আগষ্ট, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত সম্পর্কে আলোচনা চলছিল যার ধারবাহিকতায় হযরত আয়েশা (রা.)-র ইফ্‌ক (তথা তার প্রতি অপবাদ আরোপ)-এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, খোদা তা'লার প্রকৃতিতে নিহিত একটি বিষয় হলো, তিনি তওবা, এস্তেগফার, দোয়া এবং সদকার বিনিময়ে শাস্তিমূলক ভবিষ্যদ্বাণী টলিয়ে দেন। অনুরূপভাবে মানুষের মাঝেও তিনি এরূপ প্রকৃতিগত স্বভাব দান করেছেন যেমনটি পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত যে মুনাফিকরা হযরত আয়েশা (রা.) এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বশবর্তি হয়ে যে অপবাদ দিয়েছিল তাতে কিছু সরলমনা সাহাবীও অংশ নিয়েছিলেন।

এক সাহাবীকে হযরত আবু বকর (রা.) দু'বেলা আহার করাতেন। হযরত আবু বকর (রা.)-র কন্যা হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে সেও একজন, এটি জানতে পেরে হযরত আবু বকর (রা.) কসম খেয়ে অঙ্গীকার করলেন যে, এই অন্যায় কাজের শাস্তি হিসাবে আমি তাকে আর কখনোই সাহায্য করব না। কিন্তু এরপর কুরআনে এ বিষয়ে নির্দেশনা অবতীর্ণ হয় যে,

وَلۡيَعۡفُوا وَلۡيَصۡفَحُوا ؕ اَلَا تُحِبُّوۡنَ اَنۡ يَّغۡفِرَ اللّٰهُ لَـكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ

অর্থাৎ, তারা যেন মার্জনা করে এবং ক্ষমা করে। তোমরা কি চাওনা, আল্লাহ্ যেন তোমাদের ক্ষমা করেন? বস্তুত আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। (সূরা আন্ নূর: ২৩) এ আদেশ পাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) তার এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন এবং পুনরায় সে-ই দরিদ্র সাহাবীকে আহার করাতে থাকেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এ হাদীসের আলোকে প্রাপ্ত ইসলামি শিক্ষাটি হলো, শাস্তিমূলক কোনো অঙ্গীকার করা হলে তা ভঙ্গ করা উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভূক্ত একটি বিষয়।

এ ঘটনার বরাতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লেখেন, এ বর্ণনা থেকে মহানবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবনের এমন এক আকর্ষণীয় দিক প্রতিফলিত হয় যা কোনো ঐতিহাসিক উপেক্ষা করতে পারে না আর যথার্থতার দৃষ্টিকোণ থেকে এ বর্ণনা এরূপ উন্নতমার্গে অধিষ্ঠিত যাতে সংশয় ও সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। তবে চিন্তার বিষয় হলো, এটি মুনাফিকদের পক্ষ থেকে সৃষ্ট একটি অত্যন্ত ভয়ানক নৈরাজ্য ছিল। এর দ্বারা কেবল একজন পবিত্র ও নিষ্পাপ নারীর সম্ভ্রমের ওপর আক্রমণ করাই উদ্দেশ্য ছিল না, বরং একটি বড়ো উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার সম্মানহানি করা। এ নোংরা অপপ্রচারে কয়েকজন সহজ সরল মুসলমানও হোঁচট খেয়েছিল এবং অপবাদ আরোপে অংশ নিয়েছিল। তাদের মাঝে হযরত হাসসান বিন সাবিত, হামনা বিনতে জাহাশ এবং মিসতা বিন আসাসা (রা.)-র নাম উল্লেখযোগ্য। তবে হযরত আয়েশা (রা.)-র এটি এক মহান উদারতা যে, তাদের সবাইকে তিনি ক্ষমা করে দেন এবং তাদের কারো প্রতিই নিজ হৃদয়ে তিনি ক্ষোভ পুষে রাখেন নি।

একবার হযরত আয়েশা (রা.)-র কাছে হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.) আসেন। এক ব্যক্তি বলেন, আপনি হাস্‌সানকে আপনার কাছে আসার অনুমতি প্রদান করেছেন? তখন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, বাদ দাও! বেচারা এখন চোখের সমস্যায় ভুগছে; এটিই কি তার জন্য কম কষ্টের কারণ? হযরত হাস্‌সান (রা.) তখন হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রশংসায় একটি পঙক্তি পাঠ করেন। কিন্তু ইসলামের সমালোচক এবং প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম ম্যুর এ পঙক্তির একেবারে ভ্রান্ত এবং আরবী ভাষার রীতি বিরুদ্ধ অর্থ করে আপত্তি করে। তিনি (রা.) বলেন, মজার বিষয় হলো, মূল অপবাদ সম্পর্কে ম্যুর সাহেব হযরত আয়েশা (রা.)-র নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, হযরত আয়েশার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবন যে কথার সাক্ষ্য বহন করে তা হলো, তিনি এই অপবাদ থেকে মুক্ত ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) অপবাদ আরোপের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানা উচিত। এর কারণ কেবল এটি হতে পারে না যে, হযরত আয়েশা (রা.)-র সাথে কারও কোনো শত্রুতা ছিল। এ আপত্তির দুটি অবস্থা হতে পারে। হয় তাদের এ আপত্তি সত্য ছিল, কিন্তু এটি কোনো মু'মিন সমর্থন করতে পারে না; বিশেষত এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ্ তা'লা এ অপবাদের অপনোদন করেছেন। দ্বিতীয়ত, মুনাফিকরা মহানবী (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.)-র সম্মানহানি করতে চেয়েছিল। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) একজনের সহধর্মিনী এবং আরেকজনের কন্যা ছিলেন। এ দুটি সত্তা এরূপ ছিল যে, তাদের সম্মানহানি কুটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শত্রুদের জন্য লাভজনক হতে পারত। শুধুমাত্র হযরত আয়েশা (রা.)-র বদনাম রটনায় তেমন কোনো প্রোপাগান্ডা থাকতে পারে না। আর যদি এমনটি করাই উদ্দেশ্য হতো তাহলে তার সাথীরা বা মহানবী (সা.)-এর অন্য সহধর্মিনীরা করতে পারতেন, কিন্তু বর্ণনা থেকে জানা যায় তারা কেউ তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে নি। মহানবী (সা.) যে মর্যাদার অধিকারী ছিলেন আপত্তিকারীরা তা ছিনিয়ে নিতে পারত না। অধিকন্তু তাদের তথা মুনাফিকদের আশঙ্কা হয়, মহানবী (সা.)-এর পরও তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ থেকে যাবে। কেননা তারা বুঝতে পেরেছিল, মহানবী (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর (রা.) খলীফার আসনে সমাসীন হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক যোগ্য। তাই হযরত আয়েশা (রা.)-র অবমাননা করার অন্যতম কারণ ছিল মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হযরত আয়েশা (রা.)-কে হেয় প্রতিপন্ন করা আর এর মাধ্যমে মুসলমানদের হৃদয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-র যে মর্যাদা রয়েছে তা নষ্ট করা এবং মহানবী (সা.)-এর পর তার খলীফা হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া। যে দলিল থেকে এটি আরও স্পষ্ট হয় তা হলো, উক্ত আয়াতের কয়েকটি আয়াত পরেই খিলাফত সংক্রান্ত আয়াত বিদ্যমান।

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, মদীনার দুটি গোত্র অওস ও খাযরাজ পরস্পর লড়াই করত। অবশেষে এক সময় তারা সন্ধি করে এবং আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলকে মদীনার নেতা বানানোর বিষয়ে সম্মত হয়। ঠিক এমন সময় কয়েকজন মদীনাবাসী হজ্জে গিয়ে মহানবী (সা.)- এর হাতে বয়আত করেন। মক্কায় মহানবী (সা.)-

এর বিরোধিতার কথা শুনে পরবর্তী বছর তারা তাঁকে মদীনায় হিজরতের অনুরোধ করেন। এভাবে মহানবী (সা.)-এর মদীনায় আগমনের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ্‌র কাঙ্ক্ষিত বাসনা অপূর্ণ রয়ে যায়। এরপরও সে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর কে নেতা হবে সে বিষয়ে চিন্তা করতে থাকে আর আপাতদৃষ্টিতে দেখে, মহানবী (সা.)-এর পর খলীফা হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি হলেন, হযরত আবু বকর (রা.)। তাই সে হযরত আবু বকর (রা.)-র মানহানী করাকেই নিজের জন্য কল্যাণকর জ্ঞান করে আর বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এই দূরভিসন্ধি বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়ে যায় এবং হযরত আয়েশা (রা.)-র বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ ঘটনার সাথে হযরত আবু বকর (রা.)-র খিলাফতের সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সূরা নূরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে। প্রথমদিকে হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনা আর এরপর খিলাফতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু হযরত আবু বকর (রা.)-কেই আল্লাহ্ তা'লা খলীফা বানাবেন, তাই এ ঘটনার পর পরই তিনি খিলাফতের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, খলীফা বানানো আল্লাহ্‌র কাজ। খিলাফত রাজত্ব নয়, বরং এটি ঐশী জ্যোতি প্রকাশের এক মাধ্যম। তাই স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, নবীগণেরও একই অবস্থা হয়, যখন মহান আল্লাহ্ তাদেরকে কোন কর্মের বিষয়ে অবগত করেন, তখন তারা তা থেকে বিচ্যুত হন অথবা সেটি গ্রহণ করেন। দেখুন হযরত আয়েশার ইফ্‌কের ঘটনায় মহানবী (সা.) এর কাছে কোন তথ্য ছিল না। এমনকি এক পর্যায়ে হযরত আয়েশা নিজের পিতৃগৃহে চলে গেলেন, এবং মহানবী (সা.)ও বললেন যে যদি সে অপরাধী হয়ে থাকে তবে তওবা করতে হবে। এসব ঘটনায় মহানবী (সা.) খুবই বিচলিত ছিলেন, তা সত্ত্বেও কিছুক্ষণের জন্য তাঁর (সা.) উপরও সত্যতা প্রকাশ হলো না। কিন্তু যখন খোদা তাআলা ওহীর মাধ্যমে হযরত আয়েশার পবিত্রতার সংবাদ দিলেন এবং ঘোষণা করলেন-

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ

তখন তাঁর উপর প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হল। এতে কি মহানবী (সা.) এর মর্যাদায় কোন পার্থক্য আসে? মোটেই না। সেই ব্যাক্তি নিষ্ঠুর এবং দুর্বৃত্ত যার মধ্যে এই ধরণের ভ্রম রয়েছে। এটি কুফরীর শামিল। মহানবী (সা.) কখনই সর্বজ্ঞ হওয়ার দাবী করেননি। অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র খোদাতাআলা।

এ ঘটনার ধারাবাহিকতায় মহানবী (সা.)-এর অওস ও খাযরাজের নেতাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদ নিষ্পত্তি করার ঘটনারও উল্লেখ করা হয়েছে। এক বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) কয়েকদিন পর হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং আরো কতিপয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-র বাড়িতে যান এবং সেখানে আহার করেন। এর কয়েকদিন পর হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) এবং আরো কতিপয় সাহাবীকে নিয়ে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর বাড়িতে যান এবং সেখানে কিছু আলাপচারিতার পর আহার করেন, যেন পারস্পরিক বিবাদ দূর হয়ে যায়। পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি এবং সন্ধি করানোর ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)- এর এটি এক চমৎকার পদ্ধতি ছিল।

হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রতি অপবাদ আরোপকারীর সংখ্যায় মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এ সংখ্যা তিন, দশ, পনেরো এবং চল্লিশজন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। তাদের শাস্তি প্রদানের বিষয়েও দুটি বিবরণ রয়েছে। সুনানে আবি দাউদে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) দুজন পুরুষ হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত এবং হযরত মিসতা বিন আসাসা আর একজন নারী হযরত হামনা বিনতে জাহাশকে ব্যাভিচারের অপবাদ আরোপের দায়ে শাস্তি প্রদান করেন। আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) কারও বিরুদ্ধেই শাস্তি প্রদানের ঘোষণা দেন নি। এই নৈরাজ্যের মূল হোতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলকে বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করা হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেও সে শাস্তিপ্রাপ্ত হয় আর মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই সে ধ্বংস হয়।

এরপর হুযূর (আই.) জার্মানির জলসা সালানার বিষয়ে বলেন, বহিরাগত অতিথিরা বা যারা প্রথমবারের মতো উপস্থিত ছিলেন তারা খুবই ইতিবাচক অনুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং সার্বিক পরিবেশের প্রশংসা করে খুব খুশি হয়েছেন। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে কয়েক মিলিয়ন মানুষের কাছে ইসলাম ও আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছেছে। আল্লাহ্ তা'লা এর উত্তম ফলাফল সৃষ্টি করুন এবং আহমদীদেরকেও এথেকে প্রকৃত অর্থে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দিন। দোয়ার প্রতি মনোযোগী হোন। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাদেরকে স্বীয় দয়া ও কৃপারাজিতে আবৃত রাখুন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) সুদানের প্রথম আহমদী মরহুম ইমাম জনাব মুহাম্মদ বিলু সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়ার ঘোষণা প্রদান করেন এবং সুদানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন-

(যুদ্ধের কারণে) আহ্মদীরাও তাদের জীবন বাঁচাতে ও শান্তির জন্য সুদানের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে এবং বর্তমানেও এই লোকেরা বিভিন্ন জায়গায় কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করছে। আল্লাহ্ তাআলা আহ্মদীদের ঈমান মজবুত করুন। হুযূর আনোয়ার আরও বলেন: আল্লাহ্ তাদের অবস্থার পরিবর্তন করুন এবং এই দেশটিতে যেমনটা আমি বলেছি, অনেক নৈরাজ্য বিরাজমান, আল্লাহ্ এই নৈরাজ্যও দূর করুন, তাদের প্রতি রহম করুন, এই মানুষগুলো যেন একে অপরের হক আদায়কারী হতে পারে। মুসলমান যেন মুসলমানদের ভাই হওয়ার অধিকার প্রদানকারী হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা ইসলামী সরকারগুলির নৈরাজ্য দূর করুন এবং আহ্মদীদের সত্যিকারের রঙে শান্তি ও প্রশান্তির জীবনযাপন করার তৌফিক দান করুন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

30 August 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat